

সাম্প্রতিককালে 'মুক্ত চিন্তা'র প্রকাশিত সেতারা হাশেম ও অভিজিৎ রায়ের কমিউনিজম এবং অন্যান্য মতবাদ সম্পর্কিত কয়েকটি পিঠোপিঠি রচনা পড়েছি উৎসাহের সঙ্গে এবং লিখার অনভিজ্ঞতা সত্ত্বেও এসম্পর্কে আমার মতামত আমি জানাতে চাই।

আমার মতে সমস্ত '-বাদ'ই (-ism) মনুষ্যসৃষ্ট, তা সে মার্কসবাদই হোক, মানবতাবাদই হোক আর ইসলামবাদই হোক। যাঁরা ইসলামের মত ধর্মবিশ্বাসগুলোকে '-বাদ' বলতে উঠেপড়ে নারাজ তাঁদের কথা আপাততঃ বাদ দিলাম।

কাল ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা সাপেক্ষে সমস্ত '-বাদ'-এর উৎপত্তির নিজস্ব প্রক্রিয়া আছে। অন্য অর্থে - সমাজের পরিবর্তনের প্রয়োজনে উপযুক্ত মাত্রায় সুযোগ দেখা দিলে একটি '-বাদ' এর জন্ম হয়। একই অবস্থা ও সুযোগ দিন - এদেরই একেকটি '-বাদ' কি ভিন্ন সৌরলোকের আরেক পৃথিবীতে একইভাবে 'নাজিল' হবে না? আবার, তৎকালীন পারিপার্শ্বিক অবস্থা সামান্য ভিন্ন হলে এই '-বাদ'গুলোকে আমরা যেভাবে এখন পাচ্ছি তারও ভিন্নতা হত।

সমাজ সবসময়ই পরিবর্তনশীল। '-বাদ' গতিশীল সমাজের অবিচ্ছেদ্য শর্তবিশেষ। সব '-বাদ' সমাজের জন্যই কাজ করে থাকে। কোন একটি '-বাদ' সমাজে পালিত হলে সেই '-বাদ' অবশ্যই ধর্ম। তেমনি পালিত না হলে ধর্ম হয় না। এখানে বিভিন্ন '-বাদ' এর মধ্যে দন্দ তাদের গুণাবলীতে আর সীমাবদ্ধতায়। তবে সমাজের জন্য হলেও এপর্যন্ত কোন '-বাদ'ই ক্ষমতাবান একক/গুটিকয়েক ব্যক্তির ক্ষমতার অপব্যবহার রোধের উপযুক্ত হয়ে ওঠে নি।

ধর্মবিশ্বাসের '-বাদ'গুলোর রেঞ্জ অব ফোকাস কোন এক দূরনিরীক্ষ কল্পনার জগৎ থেকে পৃথিবীতে, এগুলোর মতে মানুষ ও সমাজ সুবিশাল একটি স্বর্গীয় প্রক্রিয়ার অংশমাত্র। অলীক কল্পনা করানোয়, মিথ্যা লিখনে, মিথ্যা আশা দেয়ায়, ভয় দেখিয়ে দমিয়ে রাখায় আজকাল আমরা এগুলোকে যত সিদ্ধহস্ত দেখি - সমাজ পরিচালনায় ততটা নয়। প্রমাণ দেখানো ছাড়াই এগুলো গায়ের জোরে সত্য দাবী করে --আর যুগ যুগ ধরে সমাজে পার পেয়ে যায় সমাজ তাদেরকে ধরতে না পারার কারণে। এগুলো

দেখায় মানুষের সমাজে তাদের উৎপত্তি নয়। তবে সেই দিনও দূরে নয় যখন মানুষেরই ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা নির্দোষ রূপকথার গল্প করে এগুলোকে পড়বে, হাসবে আর অবাক হবে এগুলোকে নিয়ে তাদের পূর্বসূরীদের কান্ড শুনে।

দ্বিতীয় সারির '-বাদ'গুলোর উৎপত্তি পাকাপাকিভাবেই মানুষের সমাজে, মানুষেরই জন্য। এ ধারায় মার্কস চেষ্টা করেছিলেন সমাজ পরিবর্তনের একটি তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার - যাতে যেটা প্রাকৃতিক নিয়মেই ঘটে চলেছে তাকে জানা যায় ও প্রয়োজনে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। তবে তিনি ও কমিউনিজমের অন্যান্য পথিকৃৎ দার্শনিকেরা পরোক্ষে কৃত্রিমভাবে সমাজ নিয়ন্ত্রণের ও পরিবর্তনের কলাকৌশলের উপরই জোর দিয়েছেন বেশী যাতে ফল হয়েছে এই যে প্রায়োগিক ক্ষেত্রে মানুষের বাক, বিশাসের ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা হয়েছে খর্ব, তাঁদের হাতে সমাজের স্বাভাবিক বিবর্তন হয়েছে বিপন্ন। তাঁরা কি আন্তর্জাতিক টানাপোড়েনকে যথার্থ হিসাবের মধ্যে এনেছিলেন?

সামন্ততন্ত্র মৃত, রাজতন্ত্র মৃতবৎ। বাকী থাকলো গণতন্ত্র - যেটা আজকার মানুষের হৃদয়ের কাছাকাছি, একটি জনপ্রিয় '-বাদ'। আমি সেতারা হাশেমের সাথে একমত যে গণতন্ত্রও পরিবর্তিত হবে। গণতন্ত্রকে নেমে আসতে হবে 'পৃথিবীর সব মানুষের এক সমাজ'-এর কাতারে। অভিজিৎ রায়ের মত উন্নত গণতান্ত্রিক বিশেষ শ্রমিকরা তুলনামূলক ভালো আছে শুধু এ কারণে আমি গণতন্ত্রকে সমাজতন্ত্রের উপরে রায় দেব না কেননা এ দুটি '-বাদ' এর অর্থনৈতিক ধ্যানধারণা সম্পূর্ণ ভিন্ন, আর আমার জ্ঞানে উন্নত গণতান্ত্রিক বিশেষ এই ধনের প্রাচুর্য ন্যূন্যপক্ষে হলেও উলেখযোগ্য মাত্রায় বাদবাকী বিশেষ দারিদ্র্যের কারণ, উপরন্তু শ্রমের ফসল। বর্তমান গণতন্ত্র দেশের গভীর বাইরে আন্তর্জাতিকভাবে একই আপেক্ষিকে চিন্তা করতে অক্ষম যা দেশে দেশে, সমাজে সমাজে অসাম্য ও অস্থিরতা বাড়াচ্ছে।

যেদিন এক গণতন্ত্র আন্তর্জাতিকভাবে প্রায়োগিক রূপ পাবে সেদিন সেই গণতন্ত্র ও মানবতাবাদের মধ্যে বিশেষ কোন ফারাক থাকবে না। সেদিনকার সেই '-বাদ' যাই হোক - একমাত্র বিন-লাদেন বাদে তা মার্কস, এঙ্গেলস প্রভৃতি কারও অপছন্দের হত না।

- শ্রীমান মিশু বড়ুয়া,

২৮ / ০৮ / ০৩

<http://smbarua.tripod.com/>